দৈনিক জনকণ্ঠ

21-MAR 2008

পাবলিক ভার্সিটির ভিসি পদ পূরণ হবে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে

এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, এখন থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্য পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের ক্ষেত্রেও পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্চ কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটির বিশেষ আমন্ত্রণে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান সভায় উপস্থিত ছিলেন। কমিটির সভাপতি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, প্রফেসর এসএম কুলদুল, ড. নুরউদ্দীন আহমদ, ড. এহসানুল হক এবং যুগ্ম-সচিব এজেন্ড

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

পাবলিক ভার্সিটির ভিসি

(প্রথম পাতার পর)

শফিকুল আলম

উপস্থিত ছিলেন।

সভায় সার্চ কমিটিকে আরও কার্যকর ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করার লক্ষ্যে কমিটিতে আরও দু'জন সুশীল নাগরিক/শিক্ষাবিদ যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদকে কমিটির কো-চেয়ারম্যান নিয়োগদানের সুপারিশ করেছে।

সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, এখন থেকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদ কোন কারণে শূন্য হলে প্রশাসনিক কাজের জন্য সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে উপ-উপাচার্য বা কোষাধ্যক্ষ বা সিনিয়র ডিন উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে হার্ভার্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ পশ্চিমা বিশ্বে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির নিয়ম বিদ্যমান রয়েছে।

সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য [illegible] নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক [illegible] আবহ সৃষ্টির জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ৭ সদস্যবিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করেছে। দেশে বিদ্যমান ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি ২৫টি এ সার্চ কমিটির আওতাধীন। এর মধ্যে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশালের শহীদ জিয়াউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। বর্তমানে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ১৭টি উপ-উপাচার্য ও ৬টির কোষাধ্যক্ষ পদ শূন্য রয়েছে।